CBCS / B.A / RNLKWC / II S / MUSIC (H) / C3T

Bhaswati Roychowdhury (Basu)

Definition of Tala, Matra, Laya, Bibhag, Som, Tali, Khali, Samapadi, Bisamopadi, Abartan, Tihai, Layakari, Tal-jati.

তাল – গীত, বাদ্য ও নৃত্যের গতি তথা লয়ের স্থিতি নিরূপন করাকে 'তাল' বলে। গান বাজনা করার সময় বিশেষ কোনো মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ করে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশে লয় সহকারে সময়কে নিবদ্ধ করে যে নিয়মিত ক্রিয়া করা হয় তাকে তাল বলে। প্রতিষ্ঠাবাচক 'তল্' ধাতুর সাথে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগ করে তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে। তালের বিভাগ দুটি, যথা – সমপদী ও বিষমপদী।

সমপদী – তালের বিভাগগুলির মাত্রাসংখ্যা যখন সমান হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগে 2।2 কিংবা ৩।৩ বা 8।8 মাত্রা থাকে তখন তাকে সমপদী তাল বলে। যেমন – চৌতাল, দাদরা, কাহারবা ইত্যাদি।

বিষমপদী – তালের বিভাগগুলির মাত্রাসংখ্যা যখন অসমান হয় অর্থাৎ কোনো বিভাগে ২ মাত্রা, কোনো বিভাগে ৩ বা 8 মাত্রা থাকে তখন তাকে বিষমপদী তাল বলে। যেমন – ঝাঁপতাল, রূপক, ঝাঁপতাল, ধামার ইত্যাদি।

মাত্রা – তালের সময় পরিমাপের একককে মাত্রা বলে। সঙ্গীতের গতি বা লয়ের পরিমাপ করা হয় মাত্রা দ্বারা। কতকগুলি মাত্রা দিয়েই তাল রচনা করা হয় এবং প্রত্যেকটি মাত্রার মধ্যবর্তী সময় অপরিবর্তিত থাকে। পরিমাণবাচক 'মা' ধাতু থেকে 'মাত্রা' শব্দের উদ্ভব। মার্গ তালে লঘু, গুরু, প্লুত – এই তিন প্রকার মাত্রার প্রচলন ছিল, দেশী তালে এগুলি ছাড়াও দ্রুত মাত্রার প্রচলন দেখা যায়।

বিভাগ – তাল বা গানের ক্ষেত্রে যে ভাগগুলি দেখা যায় তাকেই 'বিভাগ' বলে। তালের মাত্রাসংখ্যার সমষ্টির এক একটি অংশই হল বিভাগ। প্রত্যেকটি তালে দুই বা তার বেশী মাত্রার বিভাগ হতে পারে এবং একাধিক বিভাগ থাকে। তালের ছন্দ, চলন ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্য বিভাগের প্রয়োজন। কারণ একই মাত্রাসংখ্যা বিশিষ্ট দুটি তালের বিভাগ আলাদা হতে পারে।

আবর্তন — তালের প্রথম মাত্রা থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত বাজানো হলে তাকে 'আবর্তন' বলে। এটি চক্রাকারে পরিবেশিত হয়। এইভাবে তালটি যতবার বাজানো হবে ততো আবর্তন বলা হবে। তালের মোট মাত্রাসংখ্যার উপর আবর্তনের সময়কাল নির্ভর করে।

সম — তালের প্রথম মাত্রাকেই 'সম' বলে এবং '+' বা 'X' বা '১', '২' চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে। প্রথম বিভাগের প্রথম মাত্রাতেই 'সম' হবে। যদিও এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই রূপক তালে, যার প্রথম মাত্রাতেই খালি, সম একেবারে নেই। 'সম'-এর উপর একটু বেশি জোরে আঘাত করা হয় যাতে অন্যান্য মাত্রা থেকে তাকে আলাদা করে বোঝানো যায়।

তালি বা ভরী – তালের বিভাগগুলির প্রথম মাত্রায় হাতে তালি দিয়ে দেখানো কে 'তালি বা ভরী' বলা হয়। 'সম' ছাড়া বাকি তালাঘাত গুলিকে ২, ৩, ৪ সংখ্যা দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে। তালের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তালি-খালির দ্বারা।

খালি বা ফাঁক – তালের যে বিভাগগুলিতে কোনো শব্দ না করে হাতের ইঙ্গিত বোঝানো হয় তাকে 'খালি বা ফাঁক' বলে। সাধারণত: তালের মাঝামাঝি জায়গাতে ফাঁকের স্থান হয়ে থাকে। একটি তালে একাধিক 'ফাঁক' থাকতে পারে, আবার কোনো কোনো তালে 'ফাঁক বা খালি' না-ও থাকতে পারে।

লয় – তাল বা ছন্দের দুটি মাত্রার আঘাতের মধ্যবর্তী বিশ্রামকালকে 'লয়' বলে। অর্থাৎ তালক্রিয়ার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান, তার-ই নাম লয়। সঙ্গীতের গতি হল লয় এবং লয় দ্বারাই সঙ্গীতকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। লয় তিন প্রকার, যথা - দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত।

লয়কারী- তালের কোনও একটি নির্দিষ্ট লয় চলতে চলতে যখন অন্য প্রকার লয়-গতির অর্থাৎ দ্বিগুন, তিনগুন, চারগুন, আড়ী, দেড়ী, কুয়াড়ী ইত্যাদি গতির পরিবর্তন করা হয় তাকে লয়কারী বলে। লয়কারীর কাজ হল নির্দিষ্ট লয়ে বিভিন্ন ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা।

তিহাই— গান-বাজনার ক্ষেত্রে তালের 'সম' আসার পূর্বে গানের বানী বা তালের বোল-এর কিছু অংশ তিনবার উচ্চারন করাকে তেহাই বা তিহাই বলে।

তাল-জাতি— তাল আবর্তনের মাত্রাসংখ্যাকে তালের 'জাতি' বলে। প্রাচীন কালে তিনপ্রকার তাল-জাতি ছিল, যথা- চতুরশ্র, ত্র্যশ্র ও মিশ্র। পরবর্তী কালে ① তিস্র বা ত্র্যশ্র ② চতস্র বা চতুরশ্র ③ খণ্ড ④ মিশ্র ⑤ সংকীর্ণ - এই পাঁচটি তাল-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কর্নাটকী মতে একটি লঘু মাত্রায় ৪টি বর্ণ বা মাত্রাংশ বোঝায় এবং মাত্রাগুলির মান পরিবর্তনে তালের যে রূপান্তর ঘটে তাকেই কর্নাটকী 'তাল-জাতি' বলে।